দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রভাবশালী এমপিরা দলীয় রাজনীতির ক্ষেত্র হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করছেন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশের বেশ ক'জন প্রভাবশালী সংসদ সদস্য দলীয় রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করছেন। শিক্ষক নিয়োগ, বদলি থেকে শুরু করে ছাত্র ভর্তির কাজেও হস্তক্ষেপ করছেন তাঁরা। সাধারণ ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে অধ্যক্ষের নামের বদলে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসাবে সংসদ সদস্যের নাম ছাপা হচ্ছে। এভাবে তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছেন। হস্তক্ষেপ করছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কাজে।

জানা যায়, কিছু সংখ্যক সংসদ সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হবার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এমন অনেক সংসদ সদস্য আছেন যাঁরা ইতোমধ্যে ১৫ থেকে ২০টি পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। খোদ রাজধানীর প্রায় ডজন খানেক কলেজে পরিচালনা পরিষদের সভাপতি পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে জটিলতা বিরাজ করছে। নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজে গুলিবর্ষণ ও অধ্যক্ষ ঘেরাওয়ের মতো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, একজন সংসদ সদস্য যে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হতে পারবেন না—এমন কোন নিয়ম নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সভাপতি পদে বিদ্যোতসাহী ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেন। সূত্র জানায়, এ পদে মনোনয়ন পাবার জন্য সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে লবিং হয়. একজন সংসদ সদস্য দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্নমুখী কাজের ভিড়ে একই সাথে ১৫ থেকে ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই বিশাল দায়িত্ব পালনে স্বাভাবিকভাবে ব্যর্থ হন। তিনি প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক কাজের চেয়ে নেতিবাচক কাজে বেশি হস্তক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। কলেজে ভর্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ একাডেমিক কাজ। অধ্যক্ষই মূলত এ কাজ করে থাকেন। ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অধ্যক্ষের নাম থাকার কথা। কিন্তু এ বছর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসাবে পত্রিকায় ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে সংসদ সদস্যের নাম ছাপা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অধ্যক্ষ জনকণ্ঠকে জানান, কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি একজন সংসদ সদস্য হলে আপত্তি নেই। কিন্তু একজন সংসদ সদস্য এত ব্যস্ততার মধ্যে কিভাবে এক ডজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেন। অধ্যক্ষবৃন্দ জানান, প্রকৃতপক্ষে এসব সংসদ সদস্য ব্যস্ততার কারণে প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক তেমন কোন কাজের সুযোগ বা সময় পাননি। তাঁরা বলেন, সংসদ সদস্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হোক কিন্তু ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনীতি চর্চা না করেন সেটাই আমরা চাই।